ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৫
আগরতলা, ৬ এপ্রিল, ২০২৬

৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঃ বিধিনিষেধ জারি

আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২৬ ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। এই বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এক আদেশে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এর ১৬৩ ধারায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ ৭ এপ্রিল, ২০২৬ বিকাল ৫টা থেকে ১০ এপ্রিল, ২০২৬ সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি কোন ধরণের অস্ত্র বা লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বোমা, পাথর প্রভৃতি নিয়ে এক জায়গায় সমবেত হতে পারবে না। যেকোন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করে বা ব্যবহার ছাড়া সভা, মিছিল, জমায়েত করতে পারবে না। ২ বা ততোধিক মোটারবাইক, স্কুটার অথবা গাড়ী নিয়ে একসঙ্গে চলাচল করা যাবে না।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকরি হবে না। এর মধ্যে রয়েছেন পুলিশ কর্মী, সিএপিএফ, পুলিশ, নির্বাচনের কাজে যুক্ত অফিসকর্মী অথবা তাদের যানবাহণ, ভারতের নির্বাচন কমিশনের বৈধ পাস পাওয়া সংবাদ প্রতিনিধিগণ, ড্রাইভার এবং ক্লিনার অথবা নির্বাচনের কাজে যুক্ত গাড়ী। পায়ে হেঁটে অথবা তাদের যানবাহণ নিয়ে ভোট দিতে যাওয়া নির্বাচন কমিশনের পরিচয়পত্র থাকা ভোটারগণ এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারগণ। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে ভোটার পরিচয়পত্র থাকা ভোটারগণের ব্যক্তিগত যানবাহণ। সরকারি কর্মচারি অথবা পুলিশ/সিএপিএফ/সরকারি দায়িত্বে থাকা আর্মড ফোর্সেস, নিয়মিত কাজের জন্য সরকারি অথবা বেসরকারি আধিকারিক, সাধারণ যাত্রী অথবা যাত্রীবাহী গাড়ি। তবে যানবাহনগুলি যেন ভোটারদের বহণ না করে। ধর্মীয়স্থানে প্রার্থনার সময় সমবেত হওয়া অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্মদিন পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। তবে দেখতে হবে ঐসব অনুষ্ঠানে যেন কোন ধরণের আর্থিক বা উপহার সামগ্রী বন্টন করা না হয়। রাজনৈতিক জমায়েত ছাড়া বিভিন্ন বাজার, ধর্মীয়স্থানে, সাধারণ ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে, প্রার্থীদের জন্য এবং অন্যান্য গাড়ীর জন্য রিটার্নিং অফিসার অথবা নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের দেওয়া অনুমতিপত্রের ক্ষেত্রে, দিব্যাঙ্গ ভোটারদের জন্য ব্যবহৃত হুইল চেয়ারের ক্ষেত্রেও এই আদেশে ছাড় রয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

******